দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 JAN 2015 ..
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৫ ...

নিবন্ধ

ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা কমিশন

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

১৮২৮ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক এদেশে গভর্নর জেনারেল হয়ে আসার পর শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা দেখে শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন কল্পে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করার আগে তিনি এদেশের প্রচলিত শিক্ষার অবস্থা জানতে কৌতূহলী হন। ১৮২৬ সালে মদ্রাজ প্রদেশের গভর্নর স্যার টমাস মনরো এবং ১৮২৯ সালে বোম্বে প্রদেশের গভর্নর মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিন স্টোন নিজ নিজ প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন, তা ছিল অসম্পূর্ণ এবং এসব রিপোর্টের কোন নির্ভরযোগ্যতা ছিল না। তাছাড়া, তৎকালীন বাংলাদেশ-ভূ-খণ্ডের দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে যে তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল তার পিছনে কোন সরকারি প্রচেষ্টা ছিল না। তাই স্কটল্যান্ড প্রবাসী মিশনারি উইলিয়াম অ্যাডাম নিজ উদ্যোগে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশেষে ১৮৩৫ সালে বড় লাট অ্যাডামের আবেদন মঞ্জুর করেন এবং বাংলা ও বিহার প্রদেশে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়ে রিপোর্ট প্রণয়ন করার শিক্ষা কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেন। শিক্ষাব্রতী অ্যাডাম ১৮৩৫ সাল থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলা ও বিহার প্রদেশে নিখুঁতভাবে জরিপ করে পৃথক পৃথক তিনটি রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেন। বাংলা ও বিহারে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে নির্ভুল একটি চিত্র তুলে ধরাই ছিল তার লক্ষ্য।

মিশনারি, ধর্ম প্রচারক উইলিয়াম অ্যাডাম ভারতের তৎকালীন বড় লাট লর্ড বেন্টিংকের নির্দেশে দেশীয় শিক্ষা সম্পর্কে যে তিনটি রিপোর্ট পেশ করেন তাতে বাংলা ও বিহারে এক লাখ বিদ্যালয় ছিল বলে উল্লেখ করেন। অ্যাডামের এ রিপোর্টকে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ অতিরঞ্জিত আবার কেউ কেউ সঠিক বলেছেন। অ্যাডামের রিপোর্টের মূল সাফল্য হলো, তিনি তার জরিপের মাধ্যমে তৎকালীন দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গতি-প্রকৃতি নির্ণয় করেন। ভারতীয়দের উন্নয়নের জন্য দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতি বেছে নেওয়ার জন্য তিনি বড় লাটের নিকট সুপারিশ করেন। কিন্তু বড় লাটের নির্বাহী পরিষদ সদস্য এবং জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের প্রধান লর্ড ম্যাকলে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ফলে ইংরেজ শাসকগণ দেশীয় শিক্ষা বাতিল করে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলন করেন। যদিও শাসকগণ অ্যাডামের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণযোগ্য মনে করেননি তথাপি পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনায় তার নীতিকে অস্বীকার করতে পারেননি।

দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিদেশি শাসকগণ ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন। এরা দেশীয় শিক্ষাকে অপ্রয়োজনীয় ও মূল্যহীন মনে করতেন। তারা চেষ্টা করতেন দেশীয় শিক্ষাকে কিভাবে এদেশের মাটি থেকে মুছে ফেলে তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার নামে ইংরেজি শিক্ষাকে এদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়।

নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি

১৮১৩ সালে সনদ আইনের মাধ্যমে ভারতের জনগণের শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত এক লাখ টাকা কিভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে এ সম্পর্কে লর্ড ম্যাকলের প্রদত্ত মতামতই নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি নামে অভিহিত। ম্যাকলের মতে, এমন এক শ্রেণীর লোক গড়তে হবে যারা আমাদের দোভাষীর কাজ করবে। তারা হবে এমন এক শ্রেণীর লোক যারা রক্তে-বর্ণে ভারতীয় কিন্তু রুচি, নীতি ও বুদ্ধিতে ইংরেজ। নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংস ডেকে আনে। এতে দেশীয় ভাষা, সাহিত্য, প্রাথমিক বিদ্যালয় শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

উডের ডেসপ্যাচ

ঔপনিবেশিক ভারতে শিক্ষা সংক্রান্ত যতগুলো নীতিমালা ঘোষণা করা হয়েছিল তার মধ্যে উডের ডেসপ্যাচ ১৮৫৪ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে তথা শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় যত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে সবকিছু উডের ডেসপ্যাচের কিছু না কিছু প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উডের শিক্ষানীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এটি শিক্ষার নিম্নগামী পরিস্রবণ নীতি ত্যাগ করে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে দায়িত্ব স্বীকার করে নেয়। এক কথায় বলা যায়, স্বাধীন ভারতে ঔপনিবেশিক পাকিস্তান আমলের পূর্বে বাংলায় এবং বাংলাদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলে এসেছে তার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই শিক্ষা দলিলে। উডের ডেসপ্যাচের লক্ষণীয় দিক হলো : ১) ডেসপ্যাচে ভারতীয়দের শিক্ষার ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের দায়িত্ব স্বীকার ২) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষাদান কিভাবে চলবে এ সম্বন্ধে চিন্তাপ্রসূত সুপারিশ।

> *উডের ডেসপ্যাচের পর সার্জেন্ট কমিশনের মতো এমন পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল শিক্ষা পরিকল্পনা আর রচিত হয়নি। ইংরেজ আমলে রচিত একটি শিক্ষা পরিকল্পনা রচনায় তিনি যে সাহসিকতা ও সংকীর্ণতামুক্ত উদার সৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন, সে যুগে তা দুর্লভ। তার খসড়া পরিকল্পনাকেই অদল-বদল করে পরবর্তী জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাসমূহ প্রণীত হয়েছে। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পরবর্তীতে এদেশের শিক্ষা পরিকল্পনার অনেক উপাদান সার্জেন্ট পরিকল্পনা থেকে নেওয়া হয়েছিল।*

হান্টার কমিশন

ব্রিটিশ ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন হলো হান্টার কমিশন (ভারতীয় শিক্ষা কমিশন)। ১৮৫৪ সালে ডেসপ্যাচের পর ১৮৮২ সাল পর্যন্ত শিক্ষার অগ্রগতি পরিমাপ এবং শিক্ষা নীতিমালা পর্যালোচনার জন্য হান্টার কমিশন গঠিত হয়। উডের ডেসপ্যাচে (১৮৫৪) সাল ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি অনুদান প্রদানের রীতি গ্রহণ এবং ধীরে ধীরে শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু, দীর্ঘদিন পরও পরিকল্পনাসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় জনমনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। ফলে, ১৮৮২ সালে লর্ড রিপন ভারতীয় শিক্ষা কমিশন বা হান্টার কমিশন নামে ভারতের প্রথম শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন।

কমিশন সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং অনুদান প্রথার উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে দেশীয় শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ও নারী শিক্ষা প্রভৃতি বিস্তার করে বিভিন্ন যুগোপযোগী পরিকল্পনাসহ অর্থ অনুদান, পাঠক্রম বিষয়ক সুপারিশ প্রদান পূর্বক ভারতে তথা বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ভিত্তি রচনা করেছিল।

হান্টার কমিশন ১৮৮৩ সালে ২২২টি প্রস্তাবনা সম্বলিত সুদীর্ঘ ৬০০ পৃষ্ঠার একখানি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করে। কমিশনই সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে বর্ণনা করে এবং এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ সুপ্রশস্ত করে। তবে এ কথা অস্বীকার করা যাবে না, প্রথম শিক্ষা কমিশন হিসেবে হান্টার কমিশন উপমহাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার

ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে লর্ড কার্জনের শাসনকাল নানাভাবে স্মরণীয়। ১৮৯৮ সালে ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। গভর্নর জেনারেলদের মধ্যে তিনি একজন প্রত্যুৎপন্নমতি সম্পন্ন এবং শক্তিশালী শাসক ছিলেন। ভারতীয়দের নিকট তিনি বিভিন্নভাবে সমালোচনার পাত্র হিসেবে বিবেচিত। তবে এ উপমহাদেশে তার শিক্ষা সংস্কার নানাভাবে প্রশংসনীয়। লর্ড কার্জন ১৯০১ সালে সিমলায় একটি শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে প্রতিটি প্রদেশের জনশিক্ষা পরিচালক, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। কোন ভারতীয় শিক্ষাবিদকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই সম্মেলনে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে তার মতামত ব্যক্ত করেন। একপক্ষ কালব্যাপী আলাপ-আলোচনা শেষে ১৬০টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে লর্ড কার্জন তার শিক্ষা কর্মসূচি রচনা করেন। কার্জনের সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কার ও ১৯০৪ সালে ভারত সরকারের শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবসমূহ এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়। লর্ড কার্জন এদেশে শিক্ষা সংস্কারের যত চেষ্টাই করেছিলেন তাকে বিপুল বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে এদেশের শিক্ষা উন্নয়নে তার আন্তরিকতা ছিল সর্বজন স্বীকৃত। একথা বিনা-দ্বিধায় স্বীকার করা যায়, বর্তমান শতাব্দীর প্রচলিত শিক্ষা ধারার সূত্রপাত ঘটে তারই শাসনকালে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের সংস্কার ছিল সুদূরপ্রসারী।

স্যাডলার কমিশন

প্রখ্যাত ইংরেজ শিক্ষাবিদ এবং লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে একটি কমিশন গঠিত হয়। ১৯১৯ সালের শেষদিকে এর রিপোর্ট পেশ করা হয়। এ কমিশনকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও বলা হয়। এ কমিশনের রিপোর্ট পাঁচ খণ্ডে শেষ করা হয়েছে এবং আট খণ্ডে এর পরিশিষ্ট রয়েছে। ভারতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় এটি অত্যন্ত মূল্যবান দলিল। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার এবং পরিকল্পনার জন্য এ কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনসহ আরো অনেক সুপারিশ করে। স্যাডলার কমিশন ইন্টারমেডিয়েট পাসকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতা বলে বিবেচিত করে। এ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে পূর্ববঙ্গের মানুষের জন্য উচ্চ শিক্ষার বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়। এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এত মূল্যায়ন আর কোন রিপোর্টে নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার এমন কোন প্রয়োজনীয় দিক নেই যা এ কমিশন আলোচনা করেনি। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে উপক্ষা করে কমিশন গঠন করা হলেও ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশে উপকৃত হয়েছে।

সার্জেন্ট কমিশন

ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে যতগুলো শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছিল তন্মধ্যে সার্জেন্ট পরিকল্পনা গুণগত দিক থেকে অত্যন্ত উঁচু মানের ছিল। এ পরিকল্পনা ছিল ৪০ বছরের (১৯৪৪-১৯৮৪)। এতে শিক্ষার জন্য বার্ষিক ৩১২৬ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ের জন্য বলা হয়। উৎস সম্পর্কে বলা হয় ৩৫৬ মিলিয়ন টাকা বা ১১% (প্রায়) পাওয়া যাবে শিক্ষার্থীদের বেতন ও অন্যান্য উৎস থেকে। অবশিষ্ট ২৭৭০ মিলিয়ন টাকা বা ৮৯% (প্রায়) পাওয়া যাবে জনগণের সরকারি ট্যাক্স/কর থেকে।

সার্জেন্ট পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল- ইংল্যান্ডে তৎকালে শিক্ষার মান যে পর্যায়ে আছে আগামী ৪০ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষের শিক্ষার মান যেখানে পৌঁছে দেওয়া। এ প্রসঙ্গে সার্জেন্ট রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে : "The object of the plan was to create in India in a period of not less than forty years, the same standard of educational attainments as had already been admitted in England". ব্রিটিশ ভারতের জন্য যুদ্ধোত্তর একটি শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করাই ছিল সার্জেন্ট কমিটি গঠনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এত বড় ব্যয়বহুল শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে সার্জেন্ট বলেছেন, 'যুদ্ধের সময় প্রয়োজন হলে অর্থের যোগান করা যায়। কিন্তু শিক্ষাকে যদি আমরা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করি তাহলে অর্থের অভাবে শিক্ষার অগ্রগতি রোধ করা সমীচীন নয়। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের শিক্ষা যে সঠিক পথে পরিচালিত হয়নি, এ কথাটি সার্জেন্ট কমিটি বলতে পেরেছে। শুধু ত্রুটি দেখিয়ে কমিটি তার বক্তব্য শেষ করেনি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে তা মূল্যায়ন করারও সুপারিশ ছিল। উডের ডেসপ্যাচের পর সার্জেন্ট কমিশনের মতো এমন পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহুল শিক্ষা পরিকল্পনা আর রচিত হয়নি। ইংরেজ আমলে রচিত একটি শিক্ষা পরিকল্পনা রচনায় তিনি যে সাহসিকতা ও সংকীর্ণতামুক্ত উদার সৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন, সে যুগে তা দুর্লভ। তার খসড়া পরিকল্পনাকেই অদল-বদল করে পরবর্তী জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনাসমূহ প্রণীত হয়েছে। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতির উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পরবর্তীতে এদেশের শিক্ষা পরিকল্পনার অনেক উপাদান সার্জেন্ট পরিকল্পনা থেকে নেওয়া হয়েছিল।

লেখক : শিক্ষক, গবেষক, কোটবাড়ি, কুমিল্লা।